بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় মসীহ্ মওউদ দিবসের প্রেক্ষাপটে বয়আত গ্রহণের ইতিহাস এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনাবলী থেকে ইসলাম, কুরআন ও মুহাম্মদ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, আগামী পরশু ২৩শে মার্চ, আহমদীয়া জামা'তের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন, কেননা ১৮৮৯ সালের এদিনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বয়আতের সূচনা করে এই জামা'তের ভিত্তি রচনা করেছিলেন। তাঁর আগমন আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি ও মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সঠিক সময়ে হয়েছিল। কারণ, সে সময়ে শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় দিক থেকেই নয়, বরং রাজনৈতিক ও বিশ্বের অন্যান্য পরিস্থিতির বিবেচনায়ও পৃথিবীর অবস্থা চরম শোচনীয় ছিল। বিভিন্ন ধর্ম, বিশেষতঃ খ্রিষ্টানদের পক্ষ থেকে ইসলামের ওপর উপর্যুপরি আক্রমণ হচ্ছিল অথচ এর প্রত্যুত্তর দেওয়ার মতো কেউ ছিল না, এমনকি মুসলমান আলেমরাও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকত; আর লক্ষ লক্ষ সাধারণ মুসলমান উত্তর দিতে না পেরে খ্রিষ্টান হয়ে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময়ে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) দণ্ডায়মান হন এবং ইসলামের স্বপক্ষে আল্লাহ্, রসূল এবং ইসলামের প্রতিনিধি হিসেবে এক মহান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সকল ধর্মের ইসলাম বিরোধী বক্তব্য ও রচনার সমুচিত উত্তর প্রদান করেন এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা পালন করেন ।

১৮৮৯ সালে বয়আত গ্রহণের পূর্বে তিনি (আ.) বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকের ৪টি খণ্ড রচনা করেছিলেন, যাতে তিনি ইসলাম বিরোধীদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব প্রদান করেন। তিনি এতে পবিত্র কুরআনের, আল্লাহ্র বাণী এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্য নবী হওয়ার পক্ষে অখণ্ডনীয় যুক্তি-প্রমাণাদি উপস্থাপন করেন। পাশাপাশি তিনি এই চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন, যে ব্যক্তি এই পুস্তকে উল্লিখিত দলীল প্রমাণাদি খণ্ডন করতে পারবে, বরং এর অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ অথবা এক চতুর্থাংশ কিংবা এক পঞ্চমাংশও উপস্থাপন করতে পারবে তাকে দশ হাজার রূপি পুরষ্কার দেয়া হবে যা তৎকালীন সময়ের নিরিখে অনেক বড়ো অঙ্ক ছিল। তিনি (আ.) এই পুস্তকে প্রমাণ করেন যে, ইসলামই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, যার ফলে সাধারণ মুসলমানরা তো বটেই, মুসলমান আলেমরাও এর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সর্বস্তরের লোকদের হৃদয়ে এই দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হয় যে, ইসলামই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এরপর অনেকে হযরত মির্যা সাহেবকে অনুরোধ করতে আরম্ভ করেন যে, আপনি আমাদের বয়আত গ্রহণ করুন। কিন্তু তিনি (আ.) তখন বয়আত নিতে অস্বীকার করেন, কেননা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তখন পর্যন্ত বয়আত গ্রহণের কোনো নির্দেশনা তিনি লাভ করেন নি। পরবর্তীতে আল্লাহ্র নির্দেশে ১৮৮৯ সালের ২৩শে মার্চ লুধিয়ানার জাদীদ মহল্লাস্থ সূফী আহমদ জান সাহেবের বাড়িতে তিনি (আ.) বয়আত গ্রহণ আরম্ভ করেন এবং এই ঘোষণা প্রদান করেন যে, আমিই এ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর স্বপক্ষে বহু নিদর্শনও প্রদর্শন করেন। এর মাঝে একটি বিশেষ নিদর্শন হলো, **একই রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ যা ১৮৯৪ সালে পূর্ব গোলার্ধে এবং ১৮৯৫ সালে পশ্চিম গোলার্ধে সংঘটিত হয় আর যা দেখে অনেক পুণ্যাত্মা ও সৌভাগ্যবান বয়আত করেছেন।** প্রসঙ্গক্রমে হুযূর (আই.) বলেন, এ বছর রমযানেও চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হচ্ছে, উল্লিখিত তারিখে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হতে পারে, কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে যেটি সংঘটিত হয়েছিল তার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে আর সেটি এমন এক নিদর্শন ছিল যা তাঁর সত্যতার প্রমাণ হিসেবে তাঁর কাছে দাবি করা হয়েছিল। তথাপি এখনকারটা যদি নিদর্শন হিসেবে ধরেও নেয়া হয় তাহলে এটি কিংবা পরবর্তীতে যা-ই ঘটবে তা তাঁর সত্যতার নিদর্শনরূপেই গণ্য হবে। আর মসীহ্ মওউদ (আ.) যুগের উক্ত নিদর্শন উভয় গোলার্ধেই (১৮৯৪-১৮৯৫ সালে) প্রদর্শিত হয়েছিল কিন্তু এবছরের গ্রহণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যেই দেখা গেছে ও আগামী ২৯শে মার্চ সূর্যগ্রহণ আকারে দেখা যাবে।

হুযূর (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ ১৮৮৯ সালের জানুয়ারী মাসে **তাকমীলে তবলীগ** পুস্তকে তাঁর হাতে বয়আতের দশটি শর্ত লিপিবদ্ধ করেছিলেন। একজন আহমদী হিসেবে আমাদের এসব শর্ত পালন করা আবশ্যক। এসব শর্তে বলা হয়েছে, আমরা অঙ্গীকার করছি, **শির্ক থেকে বেঁচে চলব। মিথ্যা, ব্যভিচার, কুদৃষ্টি, অবাধ্যতা, যুলুম, বিশ্বাসঘাতকতা, বিশৃঙ্খলা এবং বিদ্রোহ থেকে থেকে বিরত থাকব। নামাযে মনোযোগী হবো, তাহাজ্জুদ আদায় করব, পাপসমূহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করব। উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে কাউকে কষ্ট দিব না। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকব এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আদেশাবলীর অনুসরণ করব, কুরআনের সকল নির্দেশাবলীর ওপর আমল করার চেষ্টা করব। বিনয়, নম্রতা, সহজ সরল জীবন ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করব এবং অহংকার থেকে বিরত থাকব। ধর্মকে নিজের প্রাণ, সম্পদ, সন্তান-সন্ততির ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করব। মানবজাতির কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করব। আমৃত্যু বয়আতের অঙ্গীকার পালনে বাধ্য থাকব এবং সকল মারূফ অর্থাৎ, ধর্মানুমোদিত সকল আজ্ঞা পালনের চেষ্টা করব এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে ভাতৃত্বের এরূপ সম্পর্ক বজায় রাখব যা পার্থিব সম্পর্কে খুঁজে পাওয়া যাবে না।**

হুযূর (আই.) বলেন? আমাদের ভেবে দেখা করা উচিত, **আমরা এসব শর্তের ওপর আমল করছি কী?** আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'তের অনেক নিষ্ঠাবান সদস্য ধর্মের খাতিরে নিজেদের প্রাণ, সম্পদ, সময় ও সম্মান উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকেন এবং ধর্মের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করতে এবং ইসলামের বাণী বিশ্বব্যাপি প্রচারের চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু আমাদের সবাইকে বয়াতের অঙ্গীকার ষোলোআনা পালনের চেষ্টা করতে হবে।

এরপর হুযূর (আই.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বেশ কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেন। তিনি (আ.) বলেন, **"আমি সব সময় বড়ো আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখি, এই আরবী নবী যাঁর নাম মুহাম্মদ (তাঁর প্রতি হাজার হাজার দরূদ ও সালাম), তিনি কত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নবী! তাঁর সুউচ্চ মাকামের সীমা কল্পনা করা যায় না, তাঁর পবিত্র প্রভাব অনুমান করা মানবের সাধ্যের বাইরে।**

বড়ই দুঃখের বিষয়, যেভাবে তাঁকে মূল্যায়ন করা উচিত সেভাবে তাঁর মর্যাদাকে মূল্যায়ন করা হয় নি। আল্লাহ্‌র একত্ববাদের বিশ্বাস— পৃথিবীতে যার বিলুপ্তি ঘটেছিল, তিনিই সেই অনন্য বীর যিনি তা পৃথিবীতে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি আল্লাহ্ তা'লার সাথে পরম ভালোবাসা গড়ে তোলেন আর সৃষ্টির সহানুভূতিতে তাঁর প্রাণ সবচেয়ে বেশি উদ্বেলিত হয়। তাই যিনি তাঁর হৃদয়ের রহস্য জানতেন সেই খোদা তা'লা তাঁকে সকল নবী আর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন আর তাঁর সব আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁর জীবদ্দশায়ই পূর্ণ করে দেন। তিনিই সকল কল্যাণের উৎস। যে ব্যক্তি তাঁর আশিস অস্বীকার করে কোনো আশিস লাভের দাবি করে সে মানুষ নয়, বরং শয়তানের বংশধর। কেননা, সকল কল্যাণের চাবি তাঁকেই দেওয়া হয়েছে।' (হাকীকাতুল ওহী, পৃ: ১১৫-১১৬)

মহানবী (সা.)-এর মোকাম ও মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অনত্র বলেন, 'সেই ব্যক্তি যিনি সবচেয়ে সম্পূর্ণ এবং পূর্ণ মানব ছিলেন এবং পূর্ণ নবী ছিলেন এবং যিনি পূর্ণ কল্যাণরাজি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাঁর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান ও একত্রীকরণের কারণে পৃথিবীর প্রথম কিয়ামত (পুনরুত্থান) সংঘটিত হয়, যাঁর আগমনে এক মৃত জগৎ জীবন ফিরে পায়, সেই মোবারক নবী হলেন হযরত খাতামুল আম্বিয়া, ইমামুল আসফিয়া, খাতামুল মুরসালীন, নবীগণের গৌরব হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। হে প্রিয় খোদা! এই প্রিয় নবীর প্রতি এমন রহমত ও দরূদ বর্ষণ করো যেমনটি দুনিয়া সৃষ্টি অবধি তুমি কারও প্রতি নাযিল করো নি। এই অসীম মর্যাদাবান নবী পৃথিবীতে আবির্ভূত না হলে ছোটো ছোটো যত নবী দুনিয়ায় এসেছেন, যেমন- ইউনুস, আইয়ূব, মসীহ্ ইবনে মরিয়ম, মালাকি, ইয়াহ্ইয়া, যাকারিয়া প্রমুখ তাঁদের সত্যতার কোনো প্রমাণ আমাদের কাছে থাকতো না, যদিও তাঁরা সবাই নৈকট্যপ্রাপ্ত, সম্মানিত এবং খোদা তা'লার প্রিয়ভাজন ছিলেন। এটি কেবল সেই নবী (সা.)-এরই অনুগ্রহবিশেষ যে, এই নবীরাও পৃথিবীতে সত্যবাদী হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন। হে আল্লাহ্! তাঁর (সা.) প্রতি, তাঁর বংশধরগণের, তাঁর সাহাবীদের সবার প্রতি তুমি দরূদ, রহমত ও বরকত নাযিল করো।' (ইতমামুল হুজ্জত, পৃঃ ২৮)

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাঝে মহানবী (সা.)-এর প্রতি এমন গভীর ভালোবাসা ও অনুরাগ ছিল যার কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে প্রেরণ করেছেন এবং এ যুগে ইসলামের পুনর্জাগরণের দায়িত্ব তাঁর স্কন্ধে অর্পণ করেছেন, আর তিনি (আ.) তা যথাসাধ্য পালনও করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীরা মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের ন্যায় হবেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ প্রসঙ্গে বলেন, যখন আমরা বয়আত করেছি যে, মহানবী (সা.)-এর নাম সমুজ্জ্বল করব, ইসলামের খ্যাতি সমুন্নত করব, ইসলামের প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবো— তাহলে আমাদেরকে সাহাবীদের রঙে রঙিন হতে হবে। তিনি (আ.) অন্যত্র বলেন, তোমরা যদি বয়আতের দায়িত্ব পালন করতে চাও তাহলে কুরআন পাঠ করো, কাহিনী হিসেবে নয় বরং বুঝে শুনে পাঠ করো। দেখো! মানুষ কত সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর নিচে নামে না। কুরআনের

আরেকটি নাম হলো, যিক্‌র। এটি মানুষের অভ্যন্তরে সুপ্ত ও ভুলে যাওয়া সত্যকে স্মরণ করানোর জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব, কুরআন এ যুগের যিক্‌র আর একে শেখানোর জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মুয়াল্লিম তথা শিক্ষক হিসেবে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন, কিন্তু বিরোধীরা তাঁকে মূল্যায়ন করছে না।

লোকেরা বলে, মসীহ্ মওউদ-এর আগমনের প্রয়োজন কী, যখন কিনা আমরা ইসলামের সকল নির্দেশ পালন করে থাকি? এর উত্তরে হুযূর (আই.) বলেন, তোমাদের নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থাই হলো এর উত্তর, সৎকর্ম করার পরও মানুষের মাঝে পুণ্য প্রভাব কেন সৃষ্টি হচ্ছে না? আসল কথা হলো, তোমাদের কর্ম পুণ্যকর্মের উদ্দেশ্যে হয় না, বরং তা খোসাসদৃশ যাতে কোনো মগজ নাই। মুসলমানরা নিজেরাও এটি স্বীকার করে যে, আমাদের অধঃপতন হয়েছে এবং একজন সংস্কারকের আসা উচিত, যিনি আমাদেরকে সাহায্য করবেন। তিনি (আ.) আরেক স্থানে বলেন, **আমাদের বিরোধীরা আমাদের চাকর, কেননা তারা বিরোধিতার মাধ্যমে আমাদের দাবি প্রচার করছে। আমাদের কাজ হলো, ধর্মকে বিদআত থেকে মুক্ত করা এবং ইসলামসহ অন্যান্য সকল ধর্মের সত্যতা প্রকাশ করা।**

খুতবার শেষের দিকে হুযূর (আই.) দোয়ার তাহরীক করে বলেন, পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের পরিবেশ পরিস্থিতি সহজ করে দিন। বিরোধীরা সবদিক থেকে তাদেরকে কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করছে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সুরক্ষিত রাখুন। সাধারণভাবে মুসলিম উম্মতের জন্যও দোয়া করুন, যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিবেক দেন এবং তাদের অবস্থার উন্নতি দান করেন আর তাদের প্রতি কৃপা করেন। ফিলিস্তিনের মুসলমানদের জন্যও দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে অত্যাচার-নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করেন এবং তাদের প্রতি দয়া করেন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)